ভোরের কাগজ

JAN. 17 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 7 ... কলাম 2 ...

# শান্ত ক্যাম্পাসে অস্পষ্ট সরকারি ভাষ্যে শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীরা সতর্ক

**পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে শিক্ষকদের মৌন মিছিল ❑ আনন্দ মিছিলের জন্য একদিকে তৎপর ছাত্রদল অন্যদিকে ক্লাস বর্জন করে উপাচার্য ভবন ঘেরাও ❑ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে ৯ সদস্যের কমিটি ❑ ট্রেন চলাচল শুরু, গ্রেপ্তার ৮ বহিরাগত**

জাহাঙ্গীর আলম লিটন ও দীন মোহাম্মদ দীনু, বাকৃবি থেকে : চারদিকে দৃশ্যমান ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষতচিহ্নের মধ্যেই গতকাল বুধবার ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিল একটি অন্য রকম দিন। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার রাত অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের সরকারি উদ্যোগের প্রতিবাদে পাড়ি দেওয়ার পর স্বস্তি-আনন্দের মাঝেও সর্বত্র বিভ্রান্তি-ধূম্রজাল ছিল গতকাল। থমথমে পরিস্থিতির মধ্যে সবাই জানতে চেয়েছে আসলে সরকারি সিদ্ধান্তটি কি হয়েছে, কিন্তু তার স্পষ্ট জবাব কেউ দিতে পারেনি।

গতকাল ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা যায়—প্রধান প্রধান ভবনগুলোতে

## শান্ত ক্যাম্পাসে অস্পষ্ট সরকারি ভাষ্যে

● প্রথম পাতার পর

অনুষদের শিক্ষকদের চেয়ারগুলো ছিল সম্পূর্ণ বসার অযোগ্য, ভাঙচুরের পর পড়ে থাকা কাচের টুকরা এখনো সরানো হয়নি কক্ষগুলো থেকে। সর্বমহলে একই আলোচনা : বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৪১ বছরের মাথায় একি ভয়াবহ ঝড় বয়ে গেলো এর ওপর দিয়ে। বিনা উস্কানিতে পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষক, গুলিবিদ্ধ ৫০ জনসহ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর আহত হওয়া এবং পুলিশের হঠকারী ভূমিকার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি মৌন মিছিল বের করে গতকাল সকালে। মৌন মিছিলটি লাইব্রেরি সংলগ্ন আমতলায় এসে এক সমাবেশে মিলিত হয়ে সেখান থেকে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. গোলাম রাব্বানী।

এদিকে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা তাদের আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক পক্ষ সরকারি ঘোষণায় খুশি হয়ে ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল বের করে। মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র অংশ নিলেও ছাত্রীরা তা থেকে বিরত থেকে স্পষ্ট সরকারি ভাষ্যের দাবিতে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে।

অবস্থান ধর্মঘটকারী ছাত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে সরকারি ঘোষণা স্পষ্ট নয়। তারা সরাসরি শিক্ষামন্ত্রীর মুখ থেকে রেডিও, টিভির মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ই রয়েছে, কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি এরকম বক্তব্য শুনতে চায়। ছাত্রীদের অবস্থান ধর্মঘট চলাকালীন মৃদু টানাহেঁচড়ার ঘটনাও ঘটেছে।

অপরপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন হয়নি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ই রয়েছে— গতকাল রাত ৮টায় বিটিভিতে এরকম সরকারি ভাষ্য প্রচারিত হলে ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। গতকাল সকালে ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে এ উপলক্ষে আনন্দ মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণকালে ছাত্রছাত্রীরা পটকা ফুটিয়ে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ের সামনে আমতলায় আনন্দ মিছিল শেষে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সরকারের নেওয়া পরিবর্তিত সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বক্তারা।

আসলে সরকারি ভাষ্য নিয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তির কারণে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা এখনো বাকৃবির নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে। অপরদিকে শিক্ষকরা তাদের ওপর পুলিশি হামলা ও নামকরণ নিয়ে সরকারের বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদানের প্রতিবাদস্বরূপই ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করেন। সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে বিজয় মিছিল বের করার তৎপরতা দেখায়।

গতকাল সারাদিন ক্যাম্পাসে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে মিছিল, কর্মসূচি পালন করেছে। সকাল ৯টার দিকে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে বিজয় মিছিল করার লক্ষ্যে ছাত্রী হলগুলোতে ছাত্রী সংগ্রহ অভিযান শুরু করে। এ সময় ছাত্রীরা স্বরাষ্ট্র ক্যাম্পাসে সরকারি ভাষ্য আরো পরিষ্কারভাবে প্রকাশ না করা পর্যন্ত কোনো বিজয় মিছিলে অংশ নিবে না বলে জানিয়ে দিলে ছাত্রনেতারা ছাত্রীদের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। এতে ছাত্রীরা সংঘটিত হয়ে ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে সরকারি সিদ্ধান্ত জনসমক্ষে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন এবং তাদের ওপর যারা ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে তাদের শাস্তি দাবি করে। ছাত্রীদের এসব বক্তব্যে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রীদের ওপর চড়াও হয় এবং তাদের টেনেহিঁচড়ে অবস্থান কর্মসূচি ভণ্ডুল করে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ছাত্রীদের অনড় মনোভাবের কারণে ছাত্রদল এতে সফল হয়নি। সকাল ১০টার দিকে শিক্ষকরা লাইব্রেরির সামনে থেকে এবং ছাত্রদল টিএসসি প্রাঙ্গণ থেকে যথাক্রমে মৌন ও বিজয় মিছিল করে।

সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভ্রান্তির কারণে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ক্লাস বর্জন অব্যাহত রাখায় গতকালও কোনো ক্লাস হয়নি। ক্যাম্পাসে মোতায়েনরত বিডিআর ও পুলিশ ভিসির বাসভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাহারা ও টহল অব্যাহত রেখেছে।

গুলিবিদ্ধ ৩৪ জনের মধ্যে গুরুতর আহত শিক্ষক প্রফেসর আব্দুল করিম এবং হিরা ও মোশাররফ নামের ২ জন ছাত্রকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

অপরদিকে ক্যাম্পাসসংলগ্ন এলাকার উৎপাটিত রেললাইন মেরামত করার পর গতকাল ভোর ৪টা থেকে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়েছে। পুলিশ রেললাইন উৎপাটনের ঘটনায় ৮ জন বহিরাগত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভাঙচুরের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ৯ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক প্রফেসর দৌলত হোসেনকে আহ্বায়ক করে গঠিত তদন্ত কমিটিকে আগামী ৩ দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ৬ সদস্যের একটি শিক্ষক প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ইতিমধ্যে ঢাকা যাবেন বলে সূত্র জানায়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে বাকৃবি ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রীরা নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে গত দুই দিন যাবৎ ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং তুমুল বিক্ষোভের সময় পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের আহত করে।

ছাত্রদল বাকৃবি শাখার সভাপতি এস এম খালিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তিত না হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি এ জন্য বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং সবাইকে উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষক সংগঠন নীল দল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকসহ ছাত্রদের ওপর পুলিশের নির্বিচারে গুলিবর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। নীল দলের সভাপতি প্রফেসর আসাদুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোঃ আহসানুল বিন হাবিব এক বিবৃতিতে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন বর্তমান সরকারের একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ ব্যাপক জানমালের ক্ষতি সাধিত হতো না বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, পুলিশ যেভাবে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দকে আহত করেছে এবং ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে তা পুলিশি সন্ত্রাস বললে ভুল বলা হবে না। নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি হামলার রূপকারসহ দোষী ব্যক্তিদের বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

ছাত্রলীগ বাকৃবি শাখার সভাপতি বিশ্বনাথ সরকার বিটু এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলাদেশ' শব্দটি মুছে ফেলার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ও পুলিশ কর্তৃক নির্বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি অবিলম্বে পুলিশি সন্ত্রাসের বিচার-বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।